দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 MAY 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ছাত্র ও ইন্টার্নি ডাক্তারদের বিক্ষোভ সমাবেশ

শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের ব্রিটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন বাতিলের আশঙ্কা

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের ব্রিটিশ জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন বাতিল হতে পারে। কলেজ কমপ্লেক্সের আওতাধীন সদর হাসপাতালটি চর দখলের মতো সিভিল সার্জন দখল করেছেন। ফলে এই শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ঘটনায় মেডিক্যাল ছাত্র ও ইন্টার্নি ডাক্তারদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে সদর হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে প্রত্যার্পণ না করা হলে কলেজ ও হাসপাতালে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু হতে পারে। সেই সঙ্গে এখানকার স্বাস্থ্য সার্ভিসের 'চেন অব কমান্ড' ভেঙ্গে পড়ারও উপক্রম হয়েছে। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, ব্রিটিশ জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন মেডিক্যাল কলেজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বলে বিবেচিত। এ অনুমোদন না থাকলে সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা ছাত্ররা ব্রিটিশ রিকগনাইজড পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী সরাসরি নিতে পারে না। এ অনুমোদনের জন্য বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অবশেষে ১৯৯৪ সালে ৫ বছরের জন্য অস্থায়ী অনুমোদন লাভ করে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ। অনুমোদনকালে এক ছাত্রের অনুপাতে ৫ রোগীর জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও সদর হাসপাতালকে একীভূত দেখানো হয়। সদর হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পর থেকেই কলেজের আওতায় রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে সদর হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হয়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মতো সদর হাসপাতালের রোগীরা আলট্রাসনোগ্রাম, প্যাথলজি থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা পর্যন্ত পেয়ে থাকে।

সম্প্রতি রহস্যজনক কারণে সিভিল সার্জন অফিস থেকে সদর হাসপাতালকে তাদের আওতায় নেয়ার চেষ্টা চলছিল। এর পিছনে সিভিল সার্জন অফিসের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারী ও কর্মচারী নেতারাও সংশ্লিষ্ট। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, সদর হাসপাতাল তাদের আওতায় নেয়ার নেপথ্যে রয়েছে একটি বিশেষ মহলের কায়েমি স্বার্থ হাসিলের তৎপরতা। ইতোপূর্বে বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নেয়া হলেও সদর হাসপাতাল সিভিল সার্জনের আওতায় নেয়া যায়নি। গত বছরের শেষ দিকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আঃ মালেক, হাসপাতালের পরিচালক এবং ডাক্তারদের পেশাজীবী সংগঠন বিএমএ বরিশাল শাখা পৃথক পৃথকভাবে মহাপরিচালক ও সচিবকে চিঠি দেয়। চিঠিতে সদর হাসপাতালকে সিভিল সার্জনের আওতায় নেয়া হলে ব্রিটিশ জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন বাতিলের শঙ্কার কথা জানানো হয়। আগামী বছর অস্থায়ী অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হবে। শীঘ্রই বিজিএমসি'র টিম মূল্যায়নের জন্য বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করবে বলে জানা গেছে।

এদিকে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে ছাত্র ও ইন্টার্নি ডাক্তাররা ঘোষণা করেছেন, সদর হাসপাতালকে শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের কাছে প্রত্যার্পণ না করা হলে কলেজ ও হাসপাতালে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করা হবে।